দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 1/7/79 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম 2 ...

১৮৫০ কোটি টাকার আমদানী নীতি

(স্টাফ রিপোর্টার)

সরকার ১৯৭৯-৮০ অর্থ বছরের রফতানী নীতি ঘোষণা করেছেন। আলোচ্য বছরে এক হাজার আটশ পঞ্চাশ কোটি টাকা আমদানী লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। তবে সাম্প্রতিক তেলের মূল্য বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে এর পরিমাণ দু'হাজার কোটি টাকায় দাঁড়াতে পারে।

গতকাল প্রধান আমদানী-রফতানী নিয়ন্ত্রক জনাব এ কে এম আলিউল ইসলাম বেতার ও টেলিভিশনে এই আমদানী নীতি ঘোষণা করেন। তিনি এই আমদানী নীতিকে উদারনৈতিক আমদানী নীতি বলে বর্ণনা করেন।

স্থিরকৃত এক হাজার আটশ পঞ্চাশ কোটি টাকার মধ্যে নয়শ কোটি টাকার পণ্য আমদানী হবে নিজস্ব বৈদেশিক মুদ্রায়।

আর বাকী পণ্য আমদানী করা হবে বৈদেশিক ঋণ, সাহায্য, বিনিময় বাণিজ্য এবং ওয়েজ আর্নার্স স্কীমের মাধ্যমে।

জনাব ইসলাম জানান যে পূর্ববর্তী বছরের মত এবারো ভোগ্যপণ্য, শিল্পের কাঁচামাল, খুচরা যন্ত্রাংশ,

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

আমদানী নীতি

(১-এর পৃঃ পর)

জ্বালানি তেল, কয়লা ইত্যাদি আমদানীর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এছাড়া চলতি বছরেও বাণিজ্যিক আমদানীকারকগণ এবং রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের আমদানীর ব্যাপারে সরাসরি ব্যাংকে এলসি খুলতে পারবেন।

১৯৭৯-৮০ অর্থ বছরের আমদানী নীতি ঘোষণা করার আগে জনাব ইসলাম পূর্ববর্তী বছরের আমদানী ক্ষেত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেন।

তিনি বলেন, গত অর্থ বছরে প্রকৃত আমদানী সংস্থাপনের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছিল ১৩শ ৯৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে ছয়শ ৮০ কোটি টাকার পণ্য এসেছে নিজস্ব অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রায়। চারশ ৫৩ কোটি টাকার পণ্য এসেছে বিভিন্ন ঋণ ও অনুদানে, একশ কোটি টাকার পণ্য আসে পণ্য বিনিময় চুক্তি এবং একশ ৬০ কোটি টাকার পণ্য এসেছে ওয়েজ আর্নার্স স্কীমের মাধ্যমে।

গত বছরের ওয়েজ আর্নার্স স্কীম প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে এই স্কীমের অধীনে আমদানীর পরিমাণ একশ ৬০ কোটি টাকা ধরা হলেও প্রকৃতপক্ষে এর মোট পরিমাণ নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাবে।

তিনি জানান যে গত বছর ওয়েজ আর্নার্স স্কীমের অধীনে আমদানীকৃত মোট পণ্যের মধ্যে শতকরা ৩২ ভাগ হচ্ছে শিল্পের কাঁচামাল, ২১ ভাগ হচ্ছে কপড় এবং শতকরা নয় ভাগ পুরানো কাপড়।

জনাব আলিউল ইসলাম বলেন যে দেশের প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা এবং শিল্পক্ষেত্রে কাঁচামাল যোগানসহ সামগ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখেই এই আমদানী নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে।

তিনি বলেন যে বাণিজ্যিক আমদানীকারক ও শিল্প প্রতিষ্ঠান উভয়কেই এল সি খোলার তারিখ থেকে ছয় মাসের মধ্যে মাল জাহাজ জাত করতে হবে, মেশিনারী ও খুচরা যন্ত্রাংশের ক্ষেত্রে এই সময়সীমা হচ্ছে নয় মাস।

শিল্পের আমদানী

চলতি আমদানী নীতিতে ওষুধের ক্রমবর্ধমান চাহিদা বিবেচনা করে ওষুধ শিল্পসমূহকে তাদের বর্ধিত সংশোধিত আমদানী স্বত্বের শতকরা একশ ভাগ লাইসেন্স দেয়া হবে।

সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানই তাদের খুচরা যন্ত্রাংশের বার্ষিক আমদানী স্বত্বের শতকরা একশ ভাগ লাইসেন্স পাবেন।

নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহকে কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশের অংকের শতকরা ৩০ ভাগ লাইসেন্স দেয়া যেতে পারে। কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশের লাইসেন্স বিনিময় যোগ্য হবে শতকরা ৩০ ভাগ।

এছাড়াও সরকারী ও বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ আর্নার্স স্কীমের মাধ্যমে তাদের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশ আমদানী করতে পারবে।

এছাড়া অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ শিল্পের যন্ত্রাংশ যেমন ডিজেল ইঞ্জিন, নাইলন টোয়াইন ইত্যাদি সুতার দর বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁত শিল্পের জন্যে পলিয়েস্টার ও মিকসড সুতা, বিড়ি প্রস্তুতের জন্য কাগজ, জুট বেলিং প্রেসের জন্যে যন্ত্রপাতি, ভোজ্য তেল ও তেল বীজ, সিগারেট ব্লেন্ডিং এর তামাক, ২০ কাউন্টের নীচে ও ৮০ কাউন্টের উপরের সুতা আমদানীর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

বাণিজ্যিক আমদানী

চলতি আমদানী নীতিতে বাণিজ্যিক আমদানীর ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের নীতিকেই অনুসরণ করা হয়েছে। তবে ফাউন্টেনপেন, ঘড়ি ও ঘড়ির ব্যান্ড, মশলা এবং সাদা সিমেন্ট আমদানীর তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। এগুলো অবশ্য আর্নার্স স্কীমের মাধ্যমে আমদানী করা যাবে।

এছাড়া ওজিএল প্রথায় আমদানীও চালু থাকবে এবং এই স্কীমের তালিকায় দুগ্ধজাত খাদ্য, নারিকেল তেল, বই পুস্তক সাময়িকী রং ও রাসায়নিক দ্রব্য আমদানী করা যাবে।

ব্যক্তিগত বা প্রকৃত ব্যবহারকারীর আমদানী প্রথা চালু থাকবে তবে এর তালিকা থেকে তিন চাকার অটোরিকশা এবং টেলেক্স মেশিন বাদ দেয়া হয়েছে। তবে এসব আর্নার্স স্কীমে আমদানীযোগ্য আর্নার্স স্কীম

আর্নার্স স্কীমের আমদানীর উপর চাপ এড়ানোর জন্যে ডাস, টু ইন ওয়ান, প্রসাধন সামগ্রী, পাইপ, পাইপ টোবেকো সহ স্মোকার্স রিকুইজিট পণ্যগুলো আর্নার্স স্কীম থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। মোটর গাড়ির এয়ারকন্ডিশনার এবং সাধারণ এয়ারকন্ডিশনারও এই স্কীম থেকে বাদ পড়েছে।

আর্নার্স স্কীমে যেসব নতুন পণ্য যোগ হয়েছে সেসব হচ্ছে: ৪৫ ও ৬০ এ্যাম্পেয়ারের তিন ফেজের মেইন সুইচ, ভেন্টেড স্টোবল ইঙ্ক ও পেন্সিল, ফার্নেস এন্সটিংগুইসার, বিশেষ ধরনের কালি, মিনিয়েচার সার্কিট ব্রেকার, ভ্যারিএবল স্পীড মোটর, এম এস রড, এ্যালুমিনিয়াম স্ক্র্যাপ, তিন চাকার অটোরিকশা, টেলেক্স ও টেলিপ্রিন্টার মেশিন প্রজেক্টরসহ চলচ্চিত্র শিল্পের অন্যান্য সরঞ্জাম।